R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মির্জাপুর
পোঃ ঘোড়শালা ( মুর্শিদাবাদ)

৭৪শ বর্ষ. ৩১শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৭ই পৌষ বুধবার, ১৩৯৪ সাল।
২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৮৭ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০্ টাকা

## চর এলাকার জমি নিয়ে দুই জেলার বিরোধে কালিয়াচকের প্রধান গ্রেপ্তার

বিশেষ প্রতিবেদক : ফরাক্কা—প্রায় ৩০০ বিঘার চর গোবিন্দরামপুর মৌজার মালিকানা স্বত্ব নিয়ে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসন বিপাকে পড়েছেন। চরে ফসল বোনা নিয়ে দুই জেলার মানুষের মধ্যে বিবাদ চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। মাঝে মধ্যে লাঠালাঠি, দাঙ্গা, খুনজখমও হয়। কিন্তু চরের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব কার তা আজও স্থির হয়নি। তবে বর্তমানে চরটি মুর্শিদাবাদের এলাকায় আছে বলে জানা যায়। ফসল বোনা ও কাটার সময় এক জেলার মানুষ আর এক জেলার মানুষের ফসল কেটে নেওয়ার বা জমির পরিমাণ নিয়ে গণ্ডগোল এখানে নৈমিত্তিক ঘটনা। এই দীর্ঘ দিনের গণ্ডগোলের সুরাহা করতে গত ২০ ডিসেম্বর মালদা সারকিট হাউসে মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ অফিসার, মালদার জেলা শাসক, পুলিশ সুপার ও ল্যাণ্ড রেভিনিউ অফিসার এবং উভয় জেলার রাজনৈতিক নেতাদের এক বৈঠক বসে। মুর্শিদাবাদের কোন রাজনৈতিক নেতা নির্দিষ্ট সময়ে সভায় উপস্থিত হতে না পারায় সভা ভণ্ডুল হয়ে যায়। কিন্তু পরদিন ২১ ডিসেম্বর মালদা কালিয়াচকের প্রধান ৫০০/৭০০ লোক ও পুলিশবাহিনী নিয়ে চর গোবিন্দরামপুর মৌজায় প্রবেশ করে ফসল কাটতে গেলে মুর্শিদাবাদের লোকেরা বাধা দেয়। খবর পেয়ে মুর্শিদাবাদের পুলিশও ঘটনা স্থলে উপস্থিত হয়। সংঘর্ষে মালদার তিনজন পুলিশ আহত হয়। পুলিশ কালিয়াচকের প্রধানসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করে। একই অভিযোগে মুর্শিদাবাদের শিকারপুর গ্রামের চারজনও গ্রেপ্তার হয়। চর এলাকার ফসলকেন্দ্রিক গণ্ডগোলের আশঙ্কায় উভয় জেলার পুলিশ কর্তৃপক্ষ কয়েক মাস আগেই গঙ্গার দু'পারে পুলিশ ক্যাম্প বসান। কিন্তু চর থেকে এর দূরত্ব অনেকটা। চর এলাকায় পুলিশ ক্যাম্প দিতে গেলে ওখানে সর্ব প্রথম প্রয়োজন পানীয় জলের। কিন্তু কোন জেলা প্রশাসনই এ ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছেন না বা টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করছেন না বলে জানা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই চরের অশান্তি নিরসনের উদ্দেশ্যে গত বছর ২ ডিসেম্বর ( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## পরিচালনের ত্রুটিতে গ্রামীণ লাইব্রেরীগুলি অর্দ্ধমৃত

সাগরদীঘি : এতদঞ্চলে গ্রামীণ লাইব্রেরীগুলির অবস্থার সঙ্গীন। কোন লাইব্রেরীরই সার্থক রূপায়ণ চোখে পড়ে না। লাইব্রেরীগুলির পরিচালক মণ্ডলী বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে খাতাপত্র ঠিক না রাখার কারণে সরকারী গ্রাণ্ট থেকে বঞ্চিত রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চলতি বছরে জেলার ৬০টি লাইব্রেরীর মধ্যে মাত্র ১৩টি খাতাপত্র ঠিক রাখায় সরকারী গ্রাণ্ট পেয়েছে। তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায় এ সবের পিছনে রয়েছে পরিচালনের অদক্ষতা ও গ্রাম্য দলাদলি। এই লাইব্রেরীগুলি সৃষ্টির পিছনে যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ছিল তাঁদেরকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিচালক মণ্ডলীতে রাখা হয়নি। মনোমত লোক দিয়ে পরিচালক মণ্ডলী তৈরী করা হয়েছে। লাইব্রেরীর বিভিন্ন কাজে যে সব লোক নিযুক্ত রয়েছেন তাঁদেরও সাম্মানিক ভাতা সঠিক সময়ে প্রায় লাইব্রেরী দিতে পারে না। ফলে কাজের প্রতি কর্মীদের আগ্রহ হারিয়ে যায়। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, সরকারী অনুদানে যখন লাইব্রেরী পরিচালিত হয় তখন ঐ গুলি সম্বন্ধে যথাযথ অনুসন্ধানের দায়িত্বও সরকারেরই নেওয়া প্রয়োজন।

## অত্যাচারিত গোয়ালারা চরে ফিরে গেল

জঙ্গিপুর : রঘুনাথগঞ্জ থানার পিরোজপুর চরে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আহিরণ, ফাদিলপুর, সেকেন্দ্রা প্রভৃতি গ্রামের গোয়ালারা গরুর বাথান করে আসছে। এবারও তারা সেখানে বাথান করে। সংবাদে জানা যায় হঠাৎ কয়েকদিন পূর্বে রঘুনাথগঞ্জ থানার এক পুলিশবাহিনী ওই চরে গিয়ে ঘোষেদের অবিলম্বে চর ছেড়ে চলে যেতে বলে। আরও খবর, বাহিনী পরিচালনায় থানার ওসি স্বয়ং ছিলেন। স্থানীয় ঘোষেদের কোন আপত্তিই তিনি শুনতে চান না এবং লাঠি চার্জ করতে শুরু করেন। ভয়ে ঘোষেরা চর ছেড়ে এপারে আসতে গিয়ে তাড়াতাড়িতে কয়েকটি গরু ও ভেড়া হারাতে বাধ্য হয়। জলের তোড়ে গরু, ভেড়াগুলি মারা যায় বলে সংবাদ। এই খবর জানাজানি হওয়ার সাথে সাথে গোয়ালারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আদালতের আশ্রয় নেবার চেষ্টা করলে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের চাপে শেষ পর্য্যন্ত বাকি সব কিছু মিটমাট হয়ে যায় ও তাদেরকে পুনরায় বাথান করার অনুমতি দেওয়া হয়। অনুসন্ধানে জানা যায়, এই ঘোষদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থানায় ছিল না। এমন কি ( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## পুর বাতাস দূষণ মুক্ত করার দায়িত্ব কার

জঙ্গিপুর : শহরের অধিবাসীদের অভিযোগ এখানে ঘোড়ার গাড়ীর সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। তার ফলশ্রুতিতে শহরের পথে ঘাটে ছড়িয়ে পড়ছে ঘোড়ার পায়খানা। দুর্গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত। পথ ঘাট উপযুক্ত ভাবে পরিষ্কার করার কোন ব্যবস্থা পুরসভা থেকে নেওয়া হয় না। ঘোড়া গাড়ীর ট্যাক্স আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরবাসীদের স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার দায়িত্বও পুরসভার। কিন্তু পুর কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সচেতন নন।

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই পৌষ, বুধবার ১৩৯৪ সাল

## কাম্য নহে

ইংরাজের কূটনীতির চালে একসময় এই দেশে ইংরাজ-বিরোধী প্রবল শক্তি ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ায় এখানে ইংরাজের অপ্রতিহত আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তেমনি কূটনৈতিক চালে ভারত ভাগ করিয়া এবং দেশের মানুষদের ভবিষ্যতে ভারতীয়ত্ববোধকে জলাঞ্জলি দেওয়ার মন্ত্রে অভিষিক্ত করিয়া সে এদেশ হইতে বিদায় লইয়াছে। স্বাধীনতালাভের চল্লিশ বৎসর পরে সেই বিষবৃক্ষ এখন ফলদায়ী হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবল প্রকাশ সেই বিষফল।

দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে যে পঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গের (মূলতঃ অবিভক্ত বাঙ্গলার) মহৎ অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়, আজ সেই দুইটি রাজ্য বিচ্ছিন্নতাবাদের পীঠস্থান হইয়াছে। পঞ্জাবে উগ্রপন্থী শিখদের খলিস্তানের দাবী এবং পশ্চিমবঙ্গে গোর্খাল্যাণ্ড ও ঝাড়খণ্ডের দাবী এবং ত্রিপুরায় টি, এন ভি কার্যকলাপ উল্লেখিত বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রকাশ। ইহার জন্যই পঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গ এই দুই রাজ্য আজ অগ্নিগর্ভ পরিবেশে রহিয়াছে। নির্বিচার হত্যা ও অগ্নিসংযোগে সম্পত্তির ক্ষতিসাধন চলিয়াছে।

পঞ্জাব সমস্যার সমাধান কল্পে চুক্তি হইল। কিন্তু সমস্যার সমাধান হইল না। বহু মূল্যবান জীবন চলিয়া গেল। অতি সম্প্রতি দুই আই পি এস অসিসারকে অসহায়ভাবে নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করা হইল। কে কখন কী অবস্থায় খুন হইবেন, জানা নাই। পশ্চিমবঙ্গে জি, এন, এল এফ তৎপরতা দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিতেছে। জি, এন, এল, এফ নেতা সুবাস ঘিসিং স্বতন্ত্র গোর্খাল্যাণ্ড পাইবার দাবী করিতেছেন যেমন পঞ্জাবে খলিস্তানের দাবী উঠিয়াছে। এই দুই স্থানে তাই উগ্রপন্থী তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দার্জিলিঙ, কালিমপঙ, মিরিক প্রভৃতি অঞ্চলে ক্রমাগত বন্ধ চলিয়াছে; আর চলিতেছে গেরিলা পদ্ধতির আক্রমণ অফিসার ও সি, আর, পি-দের উপর। ইহা ছাড়া রহিয়াছে কেন্দ্রীয় তথা রাজ্য সরকারের নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ অথবা বোমা বিস্ফোরণ ঘটাইয়া প্রভূত ক্ষতিসাধন।

এ কথা অনস্বীকার্য যে উভয় রাজ্যই অন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী। তাহাতে উগ্রপন্থীদের ক্রিয়াকলাপ ও আক্রমণে প্রস্তুতির বিশেষ সুবিধা হইতেছে। উত্তরবঙ্গের দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় পাহাড়ে আত্মগোপন করিয়া উপর হইতে আক্রমণের সুবিধা পাইতেছে। উভয় রাজ্যের ক্ষেত্রে উগ্রপন্থীরা গেরিলা পদ্ধতিতে আক্রমণের বিশেষ শিক্ষণ নিশ্চয়ই কোথাও পাইতেছে আর তাহা যে অপর রাষ্ট্রের সীমান্ত এলাকায় সম্পন্ন হইতে পারে, ইহা বুঝাইয়া বলিতে হয় না। গোর্খা ফ্রন্ট নেতা সুবাস ঘিসিং বৈঠকের জন্য দিল্লীতে রহিয়াছেন আর তাঁহার অনুচরেরা বন্ধের পর বন্ধ ও জনহত্যা, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি কর্মে লিপ্ত। প্রয়োজনে তিনি ফতোয়া ঝাড়িতেছেন যে, এই সব কার্যাবলী গোর্খাল্যাণ্ড সমর্থকদের নহে, অন্য কাহারও। আশ্চর্য এই যে, সুবাস ঘিসিং-এর আলোচনার জন্য দিল্লীতে অপেক্ষা আর অপরদিকে বন্ধ ও সরকারী সম্পত্তির বিনাশ তথা নরহত্যা চলিতেছে।

এই বাহ্য। দার্জিলিঙ অঞ্চলে সন্ত্রাসের রাজত্ব। ফলে বিদেশী পর্যটকদের আগমন বন্ধ। ব্যবসায়-বাণিজ্য অবশ্যই স্তিমিত। দেশের অর্থনীতির বিরাট ক্ষতি। পাহাড়ী এলাকায় জনজীবন বিপর্যস্ত। পঞ্জাব বা পশ্চিমবঙ্গ—কোথাও জনসাধারণের জীবনে নাই নিরাপত্তা, নাই শান্তি। এই অশান্তি নিরসনের পথ কোথায়? কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের নিকট সকলের অনুরোধ, তাঁহারা মানুষকে শঙ্কামুক্ত করিতে আশু উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। দেশের স্বাধীনতালাভের ফলশ্রুতি হিসাবে ইংরাজের কূটনীতিকে জয়ী হইতে দেওয়া কখনই কাম্য হইতে পারে না।

## জঙ্গিপুরের খোঁচা

### মশা!

মশাই, মাফ করবেন। মশারির ভেতর হতে লিখছি বলে। কিন্তু কেন? সে জবাব নিষ্প্রয়োজন। কারণ জবাব শুনবার ধৈর্য্য আপনারও নাই। সে জ্বালা আমারও আপনারও। বুঝতেই পারছেন—কি বলতে চাইছি। মশাই, আর কিছু নয়, মশা। শিশুপাঠ্য কবিতায় একদিন পড়েছিলাম—কবি অতিষ্ঠ হয়ে লিখেছিলেন—'দেশান্তরী করলে আমায় কেষ-নগরের মশায়।' কিন্তু আজ সে কবি কি লিখবেন—দেশান্তরী হলেও কি রক্ষা আছে? দেশ দেশান্তর মশায় মশায় ছয়লাপ। মশা বিস্ফোরণ। রক্তবীজের বংশ এরা। ঝাঁকে ঝাঁকে দলে দলে দেশ জুড়ে এরা উদ্যত হুল নিয়ে তাদের পক্ষ বিধুননে এগিয়ে চলার কোরাস সিম্‌ফনী তুলে উড়ে বেড়াচ্ছে। কিছু দিন আগে একটা দৈনিকে পড়েছিলাম—মহানগরীর এক গৃহবধূ দংশন ক্লিষ্ট হয়ে 'ডাইনিং পেসে' মশারী টানিয়ে কুটনো কাটছিলেন। এটা নিঃসন্দেহে নির্দ্দোষ আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা মাত্র। কিন্তু ভাবুন তো, মশা হতে পরিত্রাণের জন্য মশারি টানানো কি একটা উপায় হলো? কত মশারি টানাবেন, ক'টা ঘরে টানাবেন? 'জুতা আবিষ্কারের' গবুচন্দ্রের মন্ত্রী হবুচন্দ্রের কীর্ত্তিকলাপের কথা মনে আছে তো? রাজার শ্রীচরণে ধূলো না লাগার জন্য তিনি কি না করেছিলেন। কিন্তু তার ফলশ্রুতি কি হয়েছিল সেটাও কারো অজানা নয়। তেমনি কেউ যদি আজ বলেন—মশা হতে বাঁচতে হলে ঘরে ঘরে মশারি টানান—তাহলে ব্যস্! কথাটা তাই হাস্যকর। আসল কথাটা ভাবা দরকার। চামড়া দিয়ে পৃথিবী মুড়ে ধূলো হতে রাজার শ্রীচরণকে রক্ষা করার চেষ্টার চেয়ে রাজার শ্রীচরণকে জুতো পরিয়ে দিয়ে রক্ষা করার চেষ্টা হবে যুক্তিযুক্ত, বাস্তবধর্মী। তেমনি মশক বিনাশের কর্মযজ্ঞের প্রয়োজন আজ সময়ের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। দেখুন না আপনাদের, আমাদের নিজেদের আশপাশ। আমাদের এই পৌর এলাকা। বাড়ীর পাশের ড্রেন, এই ড্রেনগুলোর কি অবস্থা! বাসগৃহ নিষ্কাশিত জল জঞ্জাল দীর্ঘ সর্পিল লম্বোদর ড্রেনের পেটে সঞ্চিত হয়ে থাকছে দিনের পর দিন আর লালন করছে মশকবৃন্দকে। বাসগৃহের পাশের পুকুরের পাণিতে নধর পুষ্ট পানাতে পরম আদরে পালিত হচ্ছে মশক মহাশয়েরা। রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আবর্জনার আস্তাকুড়। শুনেছি—এ সবের জন্য সব ব্যবস্থাই আছে। শুধু নাই অভিভাবকের কৃপাধন্য দৃষ্টি। অথচ বিজ্ঞাপনের লেবেলে আঁটা থাকে দিনের বাণী—আপনার শহরকে আবর্জনা মুক্ত করুন, সুন্দর করে তুলুন আরও কত কথা। সহযোগিতার কথাও বলা হয়েছে। বটেই তো। একা কোন কাজ হয় না। সকলকেই হাত লাগাতে হবে। কিন্তু সহযোগিতা কেমন, কি ধরনের? এ শহরের যে যেখানে আমরা আছি সেখানে কি 'উহু!' 'ইস!'—এ সব অব্যয়কে মুখ ব্যাদান করে উচ্চারণ করছি না প্রতিনিয়ত? মশককে উদ্দেশ করে কি আমাদের চপেটাঘাত আমাদের গায়ে পড়ছে না? শূলের যন্ত্রনা হলাহলের যন্ত্রণা থেকে কম? পুরবাসী আমরা সবাই অতিষ্ঠ! আমরা বলছি না—হ্যামেলিনের বংশীবাদক ডাকতে, আমরা বলছি না—মশক বিনাশের জন্য কামান

(পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

## সুতী ২ পঞ্চায়েত সমিতির উন্নয়নমূলক কাজ

রঘুনাথগঞ্জ : মহকুমা তথ্য দপ্তর সূত্রে জানা যায় সুতি ২নং পঞ্চায়েত সমিতি গ্রামীণ ভূমিহীনদের কর্ম-সংস্থান প্রকল্পে ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বছর থেকে বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছেন। ঐ সব কাজগুলি বর্তমান আর্থিক বছরে শেষ হবে বলেও জানা যায়। কাজগুলি হলো—সুতি রোড থেকে ঘিরপাড়া ভায়া দহরপাড় পর্য্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন। ঐ কাজের জন্য নগদ দু'লক্ষ চৌত্রিশ হাজার দু'শ ছিয়াশী টাকা ও ২৮'১০৪ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য, সর্ব্বমোট দু'লক্ষ পঁচাশি হাজার দু'শ ছিয়াশি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। মাধবজানি খালে ১৫ ফুট দৈর্ঘ্যের একটি সেতু সংস্কারে বরাদ্দ হয়েছে নগদ এক লক্ষ আশী হাজার চারশ চব্বিশ টাকা ও ১০'৮৫৫ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য। সর্বমোট দু'লক্ষ এক হাজার দু'শ আট টাকা। এবং ছাবঘাটী ফুলতলা থেকে গোঠা প্রাথমিক স্কুল পর্য্যন্ত রাস্তা উন্নয়নে বরাদ্দ ঠিক হয় নগদ আট লক্ষ সাতাশী হাজার সাতশ বাইশ টাকা ও ২৫'৭০১ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য। সর্বমোট ধার্য্য হয়েছে ন'লক্ষ একত্রিশ হাজার আটশ তেইশ টাকা। এ ছাড়াও ৩৪নং জাতীয় সড়কের বলরামচন্দ্রপুর মোড় থেকে মানিকপুর ভায়া ইংলিশ পর্য্যন্ত রাস্তা উন্নয়নের কাজে বরাদ্দ অর্থ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ও খাদ্যশস্য ১০ মেট্রিক টন। সর্ব-সাকুল্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা। সমাজভিত্তিক বনসৃজন প্রকল্পে বিভিন্ন গ্রামের পথের ধারে চারা গাছ লাগানোর কর্মসূচীতে নগদ বাইশ হাজার টাকা ও ১৬ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য, সর্বমোট ছেচল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। তপশীল আদিবাসী মৎস্য-জীবীদের গৃহ নির্মাণ বাবদ নগদ তেতাল্লিশ হাজার সাতশ ছিয়াত্তর টাকা মঞ্জুর হয়েছে। এবং নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরীর জন্য একলক্ষ কুড়ি হাজার ও পুরাতন স্কুল মেরামতের জন্য বত্রিশ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

## বিজ্ঞপ্তি

জঙ্গিপুর ১ম মুনসেফী আদালত

মোঃ নং ১৫৮/৮৪ স্বত্ব

বাদী : নূরমেদ সেখ পিতা মৃত ফজর আলি, সাং ইসলামপুর পোঃ হোসেন-পুর, থানা সুতী, জেলা মুর্শিদাবাদ দিং

বনাম

বিবাদী : পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমন কালেকটর অব মুর্শিদাবাদ, সাং+পোঃ+থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ দিং

উক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় বাদীগণ নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তিতে "বাবত স্বত্ব সাব্যস্তে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রাপন" প্রার্থনায় ইসলামপুর জনসাধারণ পক্ষে মাতব্বর সুলতান সেখ পিতা মৃত রফাতুল্লা মণ্ডল, সাং ইসলামপুর পোঃ হাসেনপুর থানা সুতী জেলা মুর্শিদাবাদ বিরুদ্ধে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের অর্ডার ১ রুল ৮ মতে Representative capacity তে মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। অতএব এতদ্দ্বারা উক্ত গ্রামের গ্রামবাসীগণ পক্ষে তথা মাতব্বর তথা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে জ্ঞাত করানো যায় যে, কেহ ইচ্ছা করিলে উক্ত মোকর্দ্দমায় বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া মোকর্দ্দমায় contest করিতে পারেন। উক্ত মোকর্দ্দমার ধার্য্য দিন আগামী ইং ৬/১/৮৮ তারিখে দিন ধার্য্য হইয়াছে। উক্ত ধার্য্য দিনে আদালতে হাজির হইয়া উক্ত মোকর্দ্দমায় আবশ্যকীয় তদ্বিরাদি না করিলে আইন মোতাবেক মোকর্দ্দমার শুনানী ও নিষ্পত্তি করা হইবে।

তপশীল চৌহদ্দি : জেলা মুর্শিদাবাদ থানা সুতী, মৌজা পশ্চিম পাকা মধ্যে। R/S খতিয়ান নং ৩, দাগ নং ১১১ পরিমাণ ২৩'৫০ শতক মধ্যে ৯'০২ শতক তন্মধ্যে ৫।/ পাঁচ বিঘা. পাঁচ কাঠা

যাহার বাংলা চৌহদ্দি—উত্তরে নূর-মহম্মদ সেখ দক্ষিণে কাবাতুল্লা মণ্ডল পূর্ব্বে থাম থামার পশ্চিমে হাসেনপুর সীমানা।

By order of the court

Anil Kr. Majhi

Sheristadar

Munsif 1st court, Jangipur

## একদিনের ভলিবল

জঙ্গিপুর : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগের রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক যুব করণের উদ্যোগে মিঠিপুর সাধারণ ক্লাবের সহযোগিতায় গত ৮ ডিসেম্বর একদিনের এক ভলিবল প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় যোগ দেন মোট ৮টি দল। এদের মধ্যে ইসলামপুর বালক সংঘ বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন ও রাণার্স' আপ হন সেকেন্দ্রা স্পো র্টিং ক্লাব। দল দুটিকে পুরস্কৃত করা হয়।

## বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্মেলন ও উৎসব

নিমতিতা : হাসিমপুর গ্রামের শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য সেবাশ্রম (আনন্দ ধাম) এর ভক্তবৃন্দ জানাচ্ছেন, আগামী ২৯ ডিসেম্বর থেকে ৩ জানুয়ারী পর্য্যন্ত সেবাশ্রম প্রাঙ্গণে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্মেলন ও মহানাম সংকীর্ত্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর, সর্বেশ্বর, বলরাম, মদনমোহন বিগ্রহের ও বহু বৈষ্ণব সাধকের সমাগম হবে। ৩১ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারী পর্য্যন্ত অখণ্ড মহানাম সংকীর্ত্তন, গৌরলীলা, পদাবলী ও ভাগবত কথা প্রসঙ্গ পরিবেশিত হবে।

## মশা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

দাগতে (অবশ্য মহানগরীতে নাকি তাও দাগা হচ্ছে বলে খবরে প্রকাশ) আমরা বলতে চাই—জনস্বাস্থ্য বিভাগ একটু জাগর দৃষ্টি দিয়ে ডি, ডি, টি জাতীয় কিছু স্প্রে করার ব্যবস্থা করুন। আমরা চাই পৌর প্রতিষ্ঠান শহরের রাস্তাঘাট এবং ড্রেনগুলোকে আবর্জনা মুক্ত করার জন্য কিছু কার্য্যকর ব্যবস্থা নিন। শহরের শত শত লোকের এই দিনরাত্রির যন্ত্রণাকাতর আর্ত্তির কথা কি কানে পৌঁছায় না? যদি না পৌঁছায় তবে বলতে হবে—এটা জেগে থেকে ঘুমানোর চেষ্টা মাত্র। আর মশকের গান? —সুমন পাঠক

## জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার ও বাজারের সন্নিকটে বসত বাড়ী দোকান ঘর নির্মাণ উপযোগী প্রায় দুই কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। মহেশ গুপ্ত

৭৭ এ ই সল্টলেক সিটি কলিকাতা ৬৪ ও রকমারি, রঘুনাথগঞ্জ, ফাঁসিতলা

## ABRIDGED LIST OF WORKS

Sealed tenders are invited in WBF. No. 2911 (ii) from enlisted Class—I and Class II contractors of I & W. Deptt. as the case may be and bonafide out side contractors for the works on the Rt. bank, of river Ganga/Padma as detaile below by the Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division, P. O. Raghunathganj, Dist. Msd. The names of works, estimated costs & earnest moneys are

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Supply of boulders at Sekhalipur mouza | Group No. I | Rs. 6,97,633/- | Rs. 13,953/- |
| 2. | do do do | Group No. II | Rs. 6,97,633/- | Rs. 13,953/, |
| 3. | do do do | Group No. III | Rs. 6,97,633/- | Rs. 13,953/- |
| 4. | do do do | Group No. IV | Rs. 6,97.459\|- | Rs. 13,949/- |
| 5. | Constn. of revetment at Bajitpur | | Rs. 12,43,633/- | Rs. 20,000/- |
| 6. | Supply of boulders at Khandua | Group No. A | Rs.9,54,336/- | Rs.19,087/- |
| 7. | do do do | Group No. B | Rs. 9,54,162/- | Rs. 19,083/- |
| 8. | Remodelling & Improvement of the bar at Khandua | | Rs. 1,73,138/- | Rs. 3,463/- |
| 9. | Supply of boulders at Miapur | Group No. I | Rs. 4,85,423/- | Rs. 9,708/- |
| 10. | do do do | Group No. II | Rs. 4,85,345/- | Rs. 9,707/- |
| 11. | Remodelling & Improvement of the bar No. 2 at Miapur | | Rs. 1,59,641/- | Rs. 3,193/- |

Details regarding time allowed, tender documents and other particulars may be seen from the above office upto 4-00 p.m. in any working day. The last date of application for purchasing tender form is 14-1-88 upto 1·00 p.m. Last date of receipt of tender is 22-1-88 upto 3-00 p.m.

Executive Engineer

Ganga Anti Erosion Division

### ফরাক্কায় নজরুল সন্ধ্যা

নবারুণ পয়েন্ট ঃ গত ১৬ ডিসেম্বর এন টি পি সি এমপ্লয়িজ ওয়েল ফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে স্থায়ী আবাসনের ইনডোর ষ্টেডিয়ামে এক মনোজ্ঞ নজরুলগীতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওয়েল ফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রোজেক্টর জি-এম কে, রাধাকৃষ্ণাণের উদ্বোধনী ভাষণের পর মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে শিল্পী ছিলেন শ্রীমতী ইন্দ্রাণী সেন ও শ্রীধীরেন বসু। শ্রীমতী সেনের কণ্ঠ উপস্থিত শ্রোতাকে মুগ্ধ করে। শ্রীবসু পরপর কয়েকটি নজরুলগীতি গেয়ে সকলকে অভিভূত করেন। তাঁর সুরেলা কণ্ঠের 'শাওন রাতে যদি', 'মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী', 'শূন্য এ বুকে পাখী মোর আয়' গানগুলিতে সুরের ঝরণাধারায় শ্রোতামণ্ডলীকে তিনি অন্য এক জগতে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। এক কথায় বলা চলে অনুষ্ঠানটি সার্থক হয়ে উঠে দুই প্রথিতযশা নজরুল সঙ্গীত শিল্পীর কণ্ঠের যাদুতে। উক্ত সংস্থার সাংস্কৃতিক সম্পাদক সুশান্ত সিংহের পরিচালনা এই অনুষ্ঠানকে সফল করতে বিশেষ সহায়তা করে।

### চরে ফিরে গেলেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এমনকি পিরোজপুর চরের বি, এস; এফ ক্যাম্পও তাদের কোন অপরাধ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন বলে জানা যায়। স্থানীয় লোকদের অভিযোগ, তবে কেন অহেতুক পুলিশ প্রশাসন গোয়ালদের উপর চড়াও হলেন ও তাদের ক্ষতি করলেন। অনেকে বলাবলি করছে—চোরাচালানকারীদের অসুবিধা দূর করতেই ঘোষদের বাথানচ্যুত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

### গৃহবধূর আত্মহত্যা

সাগরদীঘি ঃ গত ২২ ডিসেম্বর এই থানার ব্রাহ্মণী গ্রামের গৃহবধূ আল্পনা গাঙ্গুলী বিষ খেয়ে স্থানীয় হাসপাতালে মারা যান। খবরে প্রকাশ, স্বামীগৃহে মানসিক নির্যাতনই তাঁর মৃত্যুর কারণ।

### নাবালক মাঝিরাই পারাপারের ভরসা

জঙ্গিপুর ঃ স্থানীয় গাড়িঘাটে পারাপারের লাইসেন্স প্রাপ্ত নৌকাগুলি চালায় নাবালক মাঝিরা। পুরসভা এ খবর রাখেন কিনা কেউ জানে না। এদের হাতেই জীবন মরণের ভার ছেড়ে দিয়ে যাত্রীদের পারাপার করতে হচ্ছে। সে কারণে যে কোন সময়েই বিপদ ঘটতে পারে বলে যাত্রীরা আশঙ্কা করছেন।

### প্রধান গ্রেপ্তার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফরাক্কা এন টি পি সি ট্রানজিট ক্যাম্পে উভয় জেলার প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের এক বৈঠক হয়। সেখানে স্থির হয়—সরকারীভাবে সারভে করে সীমানা সম্পূর্ণভাবে চিহ্নিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রশাসনিক মালিকানা সীমানা নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। তাই পূর্বের জেলাশাসক দপ্তর থেকে পিলার দিয়ে যেভাবে জমি ভাগ করে দেওয়া হয়েছে ঐ ভাগ মতো চাষবাস করতে। চিহ্নিত পিলার দেওয়া জমি ছাড়া অন্য জমিতে চাষবাস করা আপাততঃ নিষিদ্ধ।


যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ



বিয়ের মরশুমে প্রিয়জনকে শ্রেষ্ঠ উপহার একটি ষ্টীল আলমারী দেওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন। আসুন, "সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউসে" আপনার পছন্দমত জিনিষটি দেখে নিন। প্রতিটি জিনিষেই পাবেন বিক্রয়োত্তর সেবা।
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ ( সদরঘাট ) মুর্শিদাবাদ



ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রথম বিপুল সমাবেশ
ধন্নালাল মোহনলাল জৈন
জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ, ফোন ধুলিয়ান ৫
জঙ্গিপুর মহকুমায় এই প্রথম VIMAL এর সার্টিং, সুটিং ও শাড়ীর রিটেল কাউন্টার এবং জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে সব রকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।



ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন জঙ্গিঃ ২৫, রঘুঃ ১৬৬



বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী



বিশেষ বিজ্ঞপ্তি
বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন
ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয় ॥ স্থাপিত ১৯৭৭
১৯৮৮ শিক্ষাবর্ষে শিশু ভর্তির জন্য ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। নার্শারী, প্রিপারেটরী ও কেজি ক্লাসে তিন হতে ছয় বছরের শিশুদের ভর্তি করা চলে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়ান হতে ফাইভে ভর্তি হতে হলে এ্যাডমিসন টেষ্ট দিতে হয়। যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগের ঠিকানা
১। জোতকমল জুঃ হাই স্কুল
গ্রাম জোতকমল, পোঃ জঙ্গিপুর
২। ম্যাকেঞ্জী পার্ক ফ্রিঃ প্রাঃ স্কুল
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ
সময় ঃ সকাল ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত।
১৬ ডিসেম্বর হতে রঘুনাথগঞ্জ শাখায় ভর্তি শুরু হয়েছে।
১-১২-৮৭ ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক

রঘুনাথগঞ্জ ( পিন—৭৪২২২৫ ) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।